মাথার ভেতর গানের খাতা

আনিসুর রহমান

চমৎকার একটি অনুষ্ঠান হয়ে গেল সিডনীতে গত শনিবার সন্ধ্যায়। গীত আর গজলের অনুষ্ঠান। বাংলাদেশী কমিউনিটিতে আমার জানা মতে এই প্রথম। গান করেছেন অত্যন্ত প্রতিভাবান তরুণ শিল্পী উজ্জল, আর তাকে সহযোগীতা করেছেন গিটারে সোহেল এবং তবলায় মিহির। অনুষ্ঠানের শুরুতে তরুণ শিল্পীদের উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য দিলেন শিল্পী সিরাজুস সালেকিন এবং মিজানুর রহমান তরুণ। উপস্থাপনায় ছিলেন কথা শিল্পী ডালিয়া নিলুফার।

নিজামুদ্দিন উজ্জল

উজ্জলের গান যারা শুনেছেন তারা জানেন ওর মাথার ভেতর একটা গানের খাতা আছে, গলায় আছে সুর, কণ্ঠে আছে জোর, ঠেঁটে হাসি আর উপস্থাপনার ভঙ্গিতে আছে দরদ। গজলের জন্য এর বেশী আর কি কিছু লাগে? মঞ্চে বসে, চোখ বন্ধ করে, ঘাড় একবার এদিকে একবার ওদিকে ঘুরিয়ে একের পর এক গান শোনালো উজ্জল। প্রথম পর্বে বারো/তেরো টা বাংলা গান এবং দ্বিতীয় পর্বে প্রায় সমসংখক হিন্দী/উর্দূ গজল। পরিচিত বাংলা গানগুলো বৈঠকী ভঙ্গীতে পরিবেশন করলো উজ্জল। একটু আলাপ, একটু বিস্তার, একটু সঞ্চালন - সবমিলিয়ে অসাধারণ। ছোট্ট হলের আন্তরিক পরিবেশ অনুঠানকে করেছিল অত্যন্ত প্রণবন্ত । আমরা কখনো তালি দেই, কখনো তাল মেলাই কখনো আহা উহু করে মনের ভালোলাগা প্রকাশ করি। এক সময় দর্শকদের মাঝ থেকে শিল্পী সিরাজুস সালেকিন চেঁচিয়ে উঠলেন, "বাঘের বাচ্চা"। সবাই হেসে সাই দিলাম। "বাঘের বাচ্চা" গান করে কিনা জানি না তবে ওর গান শুনে এত ভালো লাগছিল - মনে হলো কথাটা ঠিক।

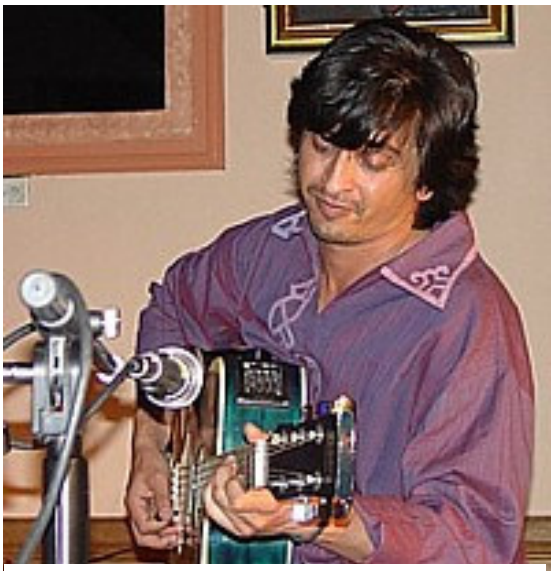

জাহিদ ইসলাম সোহেল

শুধু গিটারে নয়, কণ্ঠ শিল্পেও সমান পারদর্শী সোহেল। "আমায় প্রশ্ন করে নীল ধ্রুব তারা" - শুধু একটি গান গেয়ে তিনি তার ওস্তাদী প্রমান করেছেন। অপেরা সঙ্গীতের টেনর এর মত এমন ভারী এবং গভীর কণ্ঠে বাংলা গান আমি আগে কখনো শুনিনি।

ইয়াসির পারভেজ মিহির

উজ্জল ছাত্র হিসেবে অষ্ট্রেলিয়ায় আসেন ২০০২ সালে। আর্কিটেকচার পড়ছেন UTS - এ। সোহেল ২০০০ সাল থেকে সিডনীতে। একাউন্টিং এবং কম্পিউটার সাইন্সে লেখাপড়া শেষ করে সবে কর্ম জীবনে ঢুকেছেন। আর মিহির নয় বছর বয়স থেকে অষ্ট্রেলিয়ায়। এখনও ছাত্র। বিসনেস এবং ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছেন। তবলায় হাতেখড়ি বাবা ড. কাইয়ুম পারভেজের কাছে। তবলা ছাড়াও শিখছেন সেতার। তিন জনের এই ছোট্ট দলটির নাম "তিলক কামোদ"। একটি রাগের নামে কেন? জানতে চাইলে উজ্জল জানালো আমরা মূলত উচ্চাঙ্গ এবং রাগ প্রধান গান নিয়ে কাজ করবো।

যারা সেদিন অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন তারা গান শুনে প্রাণ জুড়িয়ে ঘরে ফিরেছেন সন্দেহ নেই। যারা যেতে পারেননি তাদের আগামী অনুষ্ঠানের ওপর নজর রাখতে অনুরোধ করছি।

৬৪ চ্যানেলের বিশাল মিক্সারটি নিয়ে শুরুতে বিপাকে পড়েছিলেন আয়োজকরা। তবে পরে বোঝা গেল এটা শুধু আকৃতিতেই বড় নয়। মানেও উন্নত।